ভারতীয় পথ নাটক

দিলীপ কুমার মিত্র

সারাভারতবর্ষের পথ নাটকের এটাই এক গ্রাফিক ছবি-- প্রকাশে সাধারণ,লক্ষ্যে স্থির, আদর্শে অবিচল এবং ভ াবনায় তীক্ষ্ণ দ্যুতিময়। পথেরধারে, বাজার এলাকায়, স্টেশন চত্বরে অথবা যে কোনও জায়গায় মূলত নবীনপ্রাণচঞ্চল উদ্দীপিত- চিত্ত সহজ শিল্পীরা পথ নাটক করে, তারাঅত্যাচারীকে নির্মম আঘাত করে, শাসকের রক্তচক্ষুকে অনায় াসেইউপেক্ষা করে, শাসন শোষণ অন্যায় অবিচারের বিদ্ধে তাদের ক্রোধ ঝলসেওঠে। সমবেত মানুষের ভালোবাসায় ত ারা অভিনন্দিত ও অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। পথনাটক নামের মধ্যেই এর বৈশিষ্ট্য নিহিত। এর ধর্ম পথের ধর্ম অর্থাৎ পথন াটকের মধ্যে চলমানতা আছে গতি আছে প্রাণপ্রবাহ আছে। সাধারণ মানুষেরজীবন ভাবনা এতে থাকবে যা সহজ অজটিল যা অন্যায় অত্যাচারের শিকার হয়েওতাকে মেনে নেয় না ও তার বিদ্ধে খে দাঁড়ায় এবং ব্যঙ্গ বিদ্রুপেকৌতুক-পরিহাসে প্রতিবাদ- প্রতিরোধে তার ভাবনা তীক্ষ্ণতীব্র হয়ে ওঠে। পথ নাটকের মধ্যে নাটকের ধর্মও বিদ্যমান অর্থাৎ পথ নাটকগতি দ্বন্দ্ব উৎকণ্ঠায় টানটান হবে। পথ নাটক অবশ্যই প্রচার মূলক কিন্তুতাকে অনিবার্য ভাবে শিল্পসম্মত হতে হবে। যে রাজনীতি শোষণ শাষণেরঅবসান চায় মানুষের অধিকার অর্জনের কথা বলে পথ নাটকে সেই রাজনীতিঅবশ্যই থাকতে পারবে।

পথ নাটক সম্বন্ধে ভারতবর্ষেরবিশিষ্ট মানুষরা অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন কারণ এটা সংগ্রামেরএক ধারালে া হাতিয়ার, তা শোষিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলে এবংমুখোমুখি মানুষের সামনে উপস্থাপিত হওয়া স্রষ্টার ক্ষমত ারচরম পরীক্ষা হয়ে যায়। উৎপল দত্ত মনে করেন যে 'পথনাটিকা মানুষের ক্ষোভকে ঘৃণাকে সংঘবদ্ধ করে। .... তার যেপ্রচন্ড ঘৃণা শাসক শ্রেণীর প্রতি, যেটাকে সে (দর্শক)একটা সুসংবদ্ধ রূপে দেখতে পায় মঞ্চের ওপরে।' শিশির সেনেরমতে - 'পথনাটিকা মূলত এজিটেশান-এর ভূমিকাই পালন করে। .....আবার পথনাটিকা যে শুধু তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে তানয়, সার্থকভাবে প্রস্তুত করতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী আবেদনও সৃষ্টিকরতে পারে।' ভোপালে ১৯৮৩ সালে 'নুক্কড় রঙ্গ মেলা' অনুষ্ঠিতহয় যাতে নাটকের সঙ্গে ছিল আলোচনা যাতে অংশ নেন ভারতবর্ষের বিশিষ্টন াট্যব্যক্তিত্বগণ। B.V.Karanth বলেনযে Street theatregroups tended to compensate every deficiency by intellectual means. Effectivecommunication is possible only through effective presentation. The skills ofacting, learnt from the local folk theatre and through observation of localgesturs, would make the medium men effective. আলোচনায় নাট্যবিদ Bansi Kaul spoke on the use of space, colourand spectacle in street drama. He also emphasized the actor's competence to usespace imaginatively and to create space for himself . আলোচনা প্রসঙ্গেনাট্যব্যক্তিত্ব প্রসন্ন described street theatre as graphic theatre. While emphasizing thepolitical purpose of street theatre he pointed out that it's emergence was linkedto the financial and other difficulties faced by trained theatre men. নাট্যকার পরিচালক Sarveshwar Dayal Saxene মনেকরেন যে Streettheatre groups cannot sustain themselves unless they walk with politicalparties. মরাঠী নাট্যকার G.P. Deshpende আলোচন ায় পেশ করেন Brecht's didactic theatre as anexample of what street theatre should seek to achieve.

পথনাটক সম্বন্ধে আরও বিশিষ্টজনের মতামত উল্লেখ করা যায়। Bombay IPTA এরপ্রেসিডেন্ট প্রখ্যাত শিল্পী

A.K.Hangal বলেছেন Stree plays feel the impulse of the masses and extend a helpinghand by being with them in their environment. It's a potent weapen for publicawareness ছ দ্রঃ National Herald, N.Delhi, 31.05.94). ভারতীয়পথনাটের প্রধান পুষ সফদর হাশমী মনে করেন---- যে সব দেশে জনত ারমুক্তি সংগ্রাম এখনও চলছে, পথনাটক সেখানে সংগ্রামের সাথী। পথনাটক রাজনৈতিকদিক থেকে উগ্র প্রকৃতির হলেও শোষণ ও অত্যাচারের বিদ্ধে একসংগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ, যার মধ্যে তাৎক্ষণিক অথচপ্রচুর সুদূরপ্রসারী শক্তি থাকে। (গ্রুপ থিয়েটার, সংখ্যা৪২)। হাবীব তনবীর বলেছেন-- পথনাটক বলতে আমরা এমন নাটক বুঝি যেখানেআম-জনতার তথা শোষিত মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক আর্থিক বিষয়গুলিতুলে ধরা হয়। এই সব বিষয় নিয়ে বহু নাটকই রচিত হতে পারে। কিন্তু এমনকতকগুলো বিষয় অথবা সমস্যা আছে যা সমাজের অনেক গভীরে প্রোথিত।যে কথা বলতে গেলে সমাজের অনেক গুতর বিষয় এসে পড়ে। যেমন মহিলাদেরঅসহায়তা বা বঞ্চনা নিয়ে জননাট্য মঞ্চ যে 'আওরত' নাটক রচনাকরেছে তার মূল সমাজের অনেক গভীরে গিয়ে আঘাত করে। এই রকমই আরএকটি পথনাটক 'মে দিবস কি কাহ ানী।' যতদিন আমরা শ্রমিক সংগঠনেরপ্রয়োজন অনুভব করবো, ততদিন এই নাটকের মহত্ত্বও অনুভব করবো।আবার কিছু পথনাটক আছে যা একেবারেই নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ।সমসাময়িক কোনও সমস্যা বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ধরণের নাটক রচিত হয়।কিন্তু সেটা কখনই নাটকের দুর্বলতা নয়। অসুখ ভালো হয়ে গেলে ওষুধ যেমনঅপ্রয়োজনীয়- ঠিক তেমনি সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে এই দ্বিতীয় শ্রেণীরনাটকেরও প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। এটা দুর্বলতা নয়, বরং ন াটকের বাপথনাটকের আন্দোলনের সফলতার দিকচিহ্ন হিসেবেই বিবেচিত। (সফদর হাশমীর নাট্যসংকলনের মুখবন্ধথেকে সংকলিত। অনুবাদ, তন্দ্রা চক্রবর্তী। প্রকাশ--- নাট্যচিন্তা১৯৯০)

অসমেপথনাটকের বিশেষ চর্চা আছে। গণনাট্য আন্দোলনের আদর্শে বেশ কিছু নাটকলেখা হয়েছে প্রচারধর্মী যে নাটকগুলি সার্থকভাবেই রূপায়িতহয়েছে। ভারতীয় পথনাটকের শ্রেষ্ঠপুষ সফদর হাশমী অসমীয়া পথনাটকেরও উজ্জ্বল প্রেরণা। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নগাও শাখা হাশমীস্মরণে করেন তাঁরই 'রাজা কা বাজা' অসমীয়ায়। সহযোগীসংস্থা রঙমহল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গুয়াহাটী শাখা করেন হাশমীর'মেচিন' ('মেশিন') হাশমীর অন্যান্য অনেক নাটকঅত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে অসমীয়ায়। তেজপুর জঙ্গমগোষ্ঠী করেছে 'মেশিন'। সদারঙ গোষ্ঠী বন্যা সমস্যা নিয়েপথনাটক করেছে 'ভাল্লু আয়া', রচনা ও নির্দেশনা- দুলাল ভট্টাচার্য।মাটিরচর যুব নাট্য কলা পরিষদ ধুবড়ী সাক্ষরত া ও অন্যান্য বিষয় নিয়েনাটক করে। জয়শ্রী সংঘ ডিব্রুগড় পথ নাটকের অগ্রণী সংস্থা, এরাও অনেকপথ নাটককরেছে। মণিপুরের 'কালিকানাট্যম', 'কলাক্ষেত্র' প্রভৃতি সংস্থা পথনাটকেরক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য নাম।

গুজরাতের জন কলা মঞ্চ ভাবনগর পথনাটক করে চলেছেন সফলভাবে। নাট্যক্ষেত্রেসুপরিচিত গ্যারেজ স্টুডিও থিয়েটার গুজরাতী নাট্যপ্রয়োজনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম, পথনাটকের ক্ষেত্রেও।নয়ের দশকে গুজরাতে বিভিন্ন রূপ ও ভ াবের পথনাটিকা হচ্ছে। Post Graduate Traineeas at theCentre for Environment Planning পরিবেশ দূষণের বিষয়েএকটি সুন্দর নাকি করেছে, নাম 'প্রতীতি'। এটি এক রূপক।এক রাজা স্বপ্নে তার সুন্দরনগরকে আরও সুন্দর করতে চায় ও জেগেউঠে বস্তি ভাঙার পরিকল্পনা করে। কিন্তু সাধারণ মানুষপ্রতিবাদ করে কারণ এভাবে মানুষকে অবহেল া করা যায় না এবং কেবল বড়বড় বাড়ি ও এ্যাসফল্টের রাস্তাই পরিবেশকে সুন্দর করেনা। নাটকেরবক্তব্য একটি গানে (গদ্দর এর) প্রকাশ পায়-- পর্বতো কোফড়কর/ পথরো কো তোড়কর/ বনাই ইমারতেইন্ত-লহু-জোড়কর। শিল্পীরা ছিলেন---অর্চনা, চীনা, মীলাক্ষী,ভেঙ্কটেকা, জিতেন্দ্র ও অন্যান্য। গুজরাতী নাটকে রাজনীকিও প্রবল ভাবে এসেছে।বির ানববই-এর মার্চে দক্ষিণ গুজরাতের মানব অধিকার মঞ্চ এবং বরোদারকথা সংস্থা। সফদর হাশমীর তৃতীয় মৃত্যুবৎসর উপলক্ষে করেপ্রখ্যাত নাট্যকারের বিভিন্ন নাটক। কমবয়সী ছেলেমেয়েরাই ছিলকুশীলব। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক ন াটকই মূলত করা হয়, এবং সামাজিকদুনীর্তির বিষয়েও তারা ছিল প্রতিবাদ মুখর। অনুষ্ঠানে সফদরহশমীর মা শ্রদ্ধেয়া কমর আজাদ হাশমী উপস্থিত ছিলেন। আমেদাবাদে পথনাটকএখন জনপ্রিয় ও Centre for Development Communication - এরছাত্ররা বিভিন্ন সম্প্রীতিমূলক নাটক পথনাটক রূপে উপস্থতিত করে।অন্যান্য বিষয়ও ছিল। অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ডঃ ইলা জোশীবিদ্যার্থীদের কৃতিত্বে আনন্দিত। সরূপ ধুব ও হীরেন গান্ধী মাইম ক্যারিকেচ ারফ্রীজ শট ও গানে নাটক বিশেষভাবে জমিয়ে দেন। স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণকরা অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিকতার নামে ব

াণিজ্যকরণ ওনগরায়ণ প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন স্থাপত্যের ধবংস কায্য নয় ।এই বিষয় নিয়ে গুজরাতীতে পথ নাটক হয়। আমেদাব াদে CEPT -এর উদ্যোগে'Prservation ofMonuments' বিষয়ে এক ওয়ার্কশপঅনুষ্ঠিত হয় যেখানে এই বিষয়ক পথন াটক পরিবেশিত হয়।

গোয়াসরকাররের ডিরেক্টর অব এমপ্লয়মেন্ট-এর উদ্যোগে দুটি পথ নাটকহয় চাকুরীক্ষেত্রে অচেতনতা বাড়াবার জন্যে। গোয়ার শিরোদা-য়কামাক্ষী সংস্থান হলে হয় দুটি নাটক--' উদ্যোগ লিমিটেড'এবং 'দশদিশা'। প্রথম নাটক 'উদ্যে াগ লিমিটেড '-এরবিষয়বস্তু এরকম। এক গ্রামের দুই বন্ধু শিক্ষিত ও যোগ্য, একজন চালাকিকরে ও ভয় দেখিয়ে সরক ারের লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরী পায়,কিন্তু আরও যোগ্য বন্ধুটি বেকার থাকে। প্রথম জন অহংকারী গর্বিত হয় ।কিন্তু দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বেকার বন্ধুটি নিদাণ হতাশায় ভেঙে পড়ে। একদিন সে দেখে এক সামান্য শিল্পী পথে ছবি এঁকে সম্মান ও অর্থ পাচ্ছে। আর একদিনদেখে এক মাদারী পথে খেলা দেখাচ্ছে ও তার হস্তী-শাবক তার শুঁড়ে একটাসুন্দর ছাতা তুলছে লোকে তাদের পয়সা দিচ্ছে। বেকার যুবকটি ভাবল এরাসরকারী চাকরী না করে যদি বুদ্ধি ও যোগ্যতা দিয়ে মর্যাদা পায় অর্থ পায়তাহলে সে পাবেনা কেন? সে তখন সামান্য পুঁজি নিয়ে পরিশ্রম করে শিল্পগড়ে তোলে এ প্রতিষ্ঠা পায়। লোকসঙ্গ ীত ও লোকরীতিতে গড়ে ওঠা'দশ-দিশা' পথ নাটকের বক্তব্য এই যে কেবলমাত্র সরকারী চাকরীরদিকে দৃষ্টি না রেখে যুবকরা যদি নিজেদের প্রয়াসেহস্তশিল্প, চাকলা, মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ ইত্যদিতে মনোনিবেশকরে তারা সরকারী চাররীর থেকে কম আয় করবে না। বাড়ির মহিলারাও সেলাইকরা মশলা তৈরি করা প্লাস্টিকের কাজ ইত্যাদির দ্বারাও ভালোউপ ার্জন করতে পাবে। অনেক সংস্থা তাদের সাহায্যও করবে। মনে রাখতেহবে বেকারী দূরীকরণের জন্য চাকরী হয়না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপরইচাকরী নির্ভর করে।

হিন্দীভারতের সর্বাধিক মানুষের কথিত ভাষা। পথনাটকও হিন্দীতে হয় সবচেয়েবেশি। হিন্দীতে পথনাটকের চর্চা দীর্ঘদিনের। উত্তর প্রদেশের লখনৌতেআই পি টি এ এবং কলম নাট্য মঞ্চ হিন্দী পথনাটককে যথাযথ সৃষ্টি করে ওসম্ভবত প্রথম ১৮৭২ সালের নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের বিদ্ধে প্রতিবাদঘোষণা করে। ১৯৫৩ সালে উপস্থাপিত হয় 'ইদগাহ' যাহিন্দীন াটককে ঘেরা মঞ্চের বাইরে নিয়ে আসে পরিচিত জনতার সরণিতে। কলমনাট্য মঞ্চ প্রথম নাটক করে ১৯৭৮ এ মঞ্চে। কিন্তু সফদর হাশমীদের 'মেশিন'নাটক দেখে এরা অত্যন্ত উজ্জীবিত হয় এবং নতুন ভাবে নাটক করতে শুকরেন, একথা জ ানান কলম নাট্য মঞ্চ-র সম্পাদক কে-কে চতুর্বেদী। 'সম্রাটকো নহী দোষ গোসাঁই' মূল্যবৃদ্ধির বিষয় তুলে ধরে, 'জ াদুগরজমুরা' বলে ভ্রষ্ট রাজনীতিকদের কথা। অধিকাংশ পথ নাটকে সাম্প্রদায়িকসম্প্রীতির বিষয়ই সর্বাধিক গুত্ব লাভ করে। কলম নাট্য মঞ্চর 'রাজাকী রসুই' তাদের জনপ্রিয়তম প্রযোজনা। সফদর হাশমী-কে হিন্দীভারতীয় পথনাটকের শ্রেষ্ঠ পুষরূপে উল্লেখ করা যায়। তিনিবিভিন্ন পথনাটক রচনা করেছেন, পথনাটক রচনায় সহযোগিতা করেছেন এবংপথনাটক অভিনয় করেছেন। তিনি শহীদ হবার পর এই অনন্য প্রতিবাদীশিল্পীর স্মরণেও ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে পথন াটক সৃজনও প্রয়োগে বিপুল উচছ্বাস ও উন্মাদনা আসে, প্রকৃতপক্ষেতাঁকে অবলম্বন করে পথনাটকের ভারতবর্ষ উদান হয়ে ওঠে। হাশমী ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেনপ্রতিবাদী নাটক তথা পথনাটকের বিখ্যাত সংস্থা জননাট্য মঞ্চ বা'জনম'। ১৯৮৯-র ১লা জানুয়ারী গাজিয়াবাদে, শাহিয়াবাদেহল্লাবোল নাটকের প্রদর্শনী চলার সময় শাসক শ্রেণীর নিযুক্ত গুন্ডাবা হিনীরহাতে তিনি ভয়াবহ ভাবে আক্রান্ত হন ও ২রা জানুয়ারী তিনি মারা যান।তাঁর মৃত্যু সমগ্র ভারতের নাট্যশিল্পীদের ব্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিতকরে। হাশমীর নাটক সারা ভারতে অভিনীত হয় এবং তাঁর স্মরণে তারজন্মদিন ১২ এপ্রিল (১৯৫৪) পথনাটক দিবস রূপে উদযাপিতহয় যাতে হাজার হাজার শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। মূলত হাশমীর লেখা(যাতে অন্যান্য শিল্পীদের সহযোগিতা আছে কোনও কোনও ক্ষেত্রে)জননাট্য মঞ্চের অভিনীত বিশিষ্ট নাটক বা পথনাটক হ'ল-- মেশিন(১৯৮৭), গাঁও সে শহর তক (৭৮), হত্যারে (৭৮), আওরত(৮৯), রাজা কা বাজা (৭৯) আয়া চুনাও (৮০), মেদিবস কি কাহানী (৮৬), অপহরণ ভাইচারে কা (৮৬)। অবচাক্কা জাম (৮৮), হল্লাবোল (৮৮) ইত্যাদি। সফদর হ াশমীপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত জননাট্য মঞ্চ সমস্তভারতবর্ষে পথ নাটক করেছে এবং তাঁর নিধনের পর সেই প্র াণেরঅগ্নি আরও প্রজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সফদর হাশমীর অভিনেত্রী স্ত্রী শ্রদ্ধেয়ামলয়শ্রী হাশমী জননাট্যমঞ্চের আদর্শ সম্বন্ধে বলেছেন-- জনমরজত জয়ন্তী বিশেষাঙ্ক নুক্কড় জনম সম্বাদ-এ (জানুয়ারী১৯৯৮)Twenty-fiveyears ago, when Janam was formed, its young members had a dream---- a dream of a world free ofexploitation, a vision of a healthy vibrant society where all human being aretruly equal and can live with

dignity, a world where every child has theopportunity to become a Tagore, a Premchand, a J.C. Bose, an Einstein, aShakespeare, a Kalidasa, a Nandalal Bose, a Ghatak, a Picasso, a Neruda. Yes,we dreamed of revolution. And now after 25 years, what is the situation? Inthis world of oppression, hunger, scams, unemployment, corruption,globalisation and commuanl strife ---- what do we dream now? We still dreamof the people's revolution. We still dream of a better world. We dream withmore conviction, more understanding, more strengh. This dream is alive becausewe create with the people, for the people- the ordinary working people. Theysupport us---- not unthinkingly, not out ofgratiude but support us with critical appreciation, with a sense of equalityand affection.

ভারতবর্ষেরপ্রতিবাদী নাট্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম সংস্থা আই.পি.টি.এ.পথনাট্য আন্দোলনে অপরিসীম দক্ষতা দেখিয়েছেন। সারা দেশেই তাদেরকার্যধারা প্রসারিত। অসম বাংলা বিহার ওড়িশা উত্তরপ্রদেশ দিল্লীপাঞ্জাব মহারাষ্ট্র কেরল অন্ধ্র তামিলনাড়ু, সর্বত্র ভারতীয় গণনাট্যসংঘের সৃজনকর্ম অব্যাহত এবং দেশের সংকটের সময় এই সংস্থা পথেপ্র ান্তরে অবতীর্ণ হয়ে নাটক করে চলেছেন। পাটনা আই.পি.টি.এ. সফদর হাশমীর নাটক সহ অনেক প্রতিবাদী নাটক করেছেন।তাদের একটি বিশেষ উল্লেখ্য প্রযোজনা 'দূর দেশ কী কথা' ।সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবমিলনমূলক নাটকটি লিখেছেন জাভেদ আখতার খান এবংপরিচালনা করেছেন পরভেজ আখতার। এর প্রথম প্রযোজনা হয় ১৯৮৭সালে দিল্লীর প্রগতি ময়দানে। এছাড়া এলাহাবাদ, কলকাতা, পাটনা,রাঁচি, ভুবনেশ্বর, জয়পুর, উদয়পুর, হাজারীবাগ, সাসারাম ইত্যাদিস্থানে প্রায় শতবার মঞ্চস্থ হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। রায়পুরভারতীয় গণনাট্য সংঘের অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে উল্লেখ্য হ'ল'জাহাজ ফুট গয়া হ্যয়', বিলাসপুরের 'হত্যারে', ভিলাইআই.পি.টি.এ-র 'আওরত'।

হাওড়াআই.পি.টি.এ. প্রধানত মহেশ জয়সয়াল-এর পরিচালনায় সমৃদ্ধ। তাদেরবিশিষ্ট পথনাটক বা নুক্কড় নাটক হ'ল-- 'তমাশা','ঝুট দর্শন', 'অপহরণভাইচারে কা', 'সাধারণ লোগ', 'সাজিশ','কঠপুতলিয়াঁ' ইত্যাদি। বোম্বে গণনাট্য সংঘ করেছে অজস্রপথনাটক। এ কে হাঙ্গল প্রমুখ নিয়েছেন অগ্রণী ভূমিকা। দিল্লীর নিশান্তনাট্যমঞ্চ মূলত সাম্প্রদায়িক স ম্প্রীতির নাটক করে। এবং প্রধান পুষশামসুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী এন এস ডি রেপেটর্রীর অভিনেত্রী নীলিমা শর্মা ।তাদের প্রযোজনা বিপুল খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৯৬-এ তাদের নাটক 'অব হাওয়ালা কে হাওয়ালেওয়তন সাথিয়ো' (দেশব াসীরা এখানে নিজেদের হাওয়ালার সমর্পণকর) দিল্লীতে আলোড়ন ফেলে। জন সংস্কৃতি মঞ্চ হিন্দীর প্রখ্যাতপথনাটক সংস্থ া। এদের পরিচালক রাজেশ কুমার। এদের বিশিষ্টনাটক 'কলচর উর্ফ চড় গয়া উপর রে' অপসংস্কৃতি মূলকভাবনার প্রতিব াদ করে। 'সোনে কা মটকা বনাম লাটরী কাঝটকা' লটারী ও জুয়ার বিদ্ধে বক্তব্য রাখে। রঙ্গকর্মী (আগরা)রাজনৈতিক ভ্রষ্ট াচার ও মানুষের জয়ের কথা বলেছে 'কামধেনু'পথনাটকে। এর লেখক প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও পরিচালক অনিল শুক্লা ।দিল্লীর প্রতিমা নাট্য মঞ্চর 'দহেজ কী আগ' (১৯৯৬)পণপ্রথার বিদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপিত করে। সন্ত রবীন্দ্রভারতীনাট্য সংস্থা সিগার া-র 'মৌত বিকতি হ্যয়' (১৯৯৮) এডস্ রোগের ভয়াবহতা তুলে ধরে ।অস্মিতা কলাকেন্দ্র মোগলসরাই-এর বিখ্যাত পথনাটক হ'ল 'জনতাপাগল হো গয়ী' (পরিচালক-বিজয় কুমার গুপ্ত) ও'মদারী' (পরিচালক- মহম্মদ জমীল)। তঁ াদেরশিল্পীরা হলেন-- সঞ্জয় শর্মা, কামের প্রসাদ, সুজিত কুমার, অজয়কুমার গুপ্ত, বসন্ত অগ্রবাল, বিজয় কুমার গুপ্ত, জমিল সিদ্দিকী, অনবারসিদ্দিকী প্রমুখ। ভোপালের চিলড্রেন থিয়েটার একাদেমি ১৯৯৯ সালে 'আওহম অপনে তালাও কে বচায়ে' করে পরিবেশ দূষণের বিপক্ষে ওলোকবাঁচানোর পক্ষে। দিশা জন সংস্কৃতিক মঞ্চ ভাগলপুর পথন াটকপরিবেশনে অতীব দক্ষ। প্রখ্যাত নাট্যবিদ চন্দ্রেশ এদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত যার পরিচালনায়উপস্থাপিত হয়েছে 'অপহরণ ভাইচারেকা''আওরত' ইত্যাদি নাটক। চন্দ্রেশ একটি 'নুক্কড় নাটক'গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন যাতে আছে চারটি বিখ্যাত পথনাটক -- 'সওয়াসের গেহুঁ ', 'গিরগিট', 'ঔরত' এবং 'জনতা পাগলহো গয়ী হ্যয়'। রাজেশ কুমার রচিত ও নির্দেশিত 'জনতন্ত্র কে মুর্গে'(১৯৮৪) স্মরণীয় পথনাটক। হাশমীর মৃত্যু বৎসরে আভাস রাঁচীবিহার করে 'হল্লবোল কিঁউ', পরিচালক স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়।

সরস্বতীকলা মন্দির পাথরডীহ ধানবাদ বিহার বেশ কয়েকটি পথনাটক করেছে মূলতসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর ভিত্তি করে-- 'হত্যারে','দঙ্গা', 'তমাশা', 'পালনা' ইত্যাদি। তাদেরঅন্যান্য পথনাটক হ'ল 'হল্লবোল', 'ঔরত','বাদ', 'সড়ক পর' ইত্যাদি। এদের সদস্য শিল্পীরা হলেনএস এস সরকার, নসীম অহমদ, নীরজ নারায়ণ পান্ডেয়, অণ সিংহ, সঞ্জয় উপ

াধ্যায়,কালীচরণ, বংশরাজ, সুজিত কুমার, মিঠুন দে, আশিস দাস, সীমা মুখার্জী, সোমাসরকার, ঊষা মুখার্জী প্রমুখ।

নওজোয়ান-এ-হিন্দ, বোম্বাই-এর বিশিষ্ট পথনাটক সংস্থা, অভিনয়ে বিশেষদক্ষতা দেখিয়েছেন। ৯০-এর গোড়ায় বোম্বেরসাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস কবলিত সময়ে এই সংস্থার আবির্ভাব এবং বোম্বেরদাঙ্গাকবলিত এলাকায় এরা নির্ভয়ে ন াটক করে ভালোবাসা ঐক্য ও শান্তিরবাণী প্রচার করেছেন। নওজোয়ান-এ-হিন্দ সংস্থার নাটক করারউদ্দেশ্য হ'ল জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাএবং ড্রাগসেবন, অশিক্ষা, বেকারী, এডস ইত্যাদির বিদ্ধে লড়াই করা।'বাজে ন াগাড়া দম দম'এর বক্তব্য রাজনৈতিক; 'এক অজনবীলাশ' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী আন্তরিকতায় উচচারণ করে। এইনাটকটি তারা নির্ভয়ে বোম্বের দাঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় পরিবেশন করেছেনকয়েকশত বার। এদের আর এক নাটক 'মহাত্মা কা খতমা'। এদেরপ্রতিষ্ঠাতা -- সম্পাদক হলেন এস রামচন্দ্রণ, বিশিষ্ট সদস্য এম রাজু। সংস্থার সম্পাদক ত্বস্তুপ্পত্ব চড়ত্তব্দ্ধ বলেছেন-- Street plays should help promotethree 'E's - education, entertainment and enlightment এবং তারা সেজন্যই সচেষ্ট। নওজোয়ান-এ-হিন্দ বিভিন্ন সময়ে পথনাট্যোৎসবেরও আয়োজন করেছেন।

জম্মু রদুগ্গর মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে যারা মঞ্চ নাটকেই দক্ষ।১৯৮৬ থেকে দুগ্গর মঞ্চ গ্রামে গঞ্জে পথন াটের পরিবেশন শু করে। ১৯৮৯-এর ১২এপ্রিল ন্যাশনাল স্ট্রীটথিয়েটার ডে উপলক্ষ্যেতারা সেমিনার ও পথনাটকের অ ায়োজন করে। আরও পরবর্তী সময়ে(১৯৯২) পথনাটক দিবসে করেছে-- 'সঙ্কল্প','মূলজিম ফরার', 'গরীবু দা চিল্লা'। এদের প্রয়াসআজও অব্যাহত।

নাট্যচর্চা কেন্দ্র মহারাষ্ট্র বিশেষত বোম্বাইতে পথনাটকের চর্চা বিশেষভাবেইহয়। বাণিজ্য কেন্দ্র, শিল্প সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং রাজনীতির কেন্দ্র বোম্বাইতে বৃহৎসৃজনমূলক কাজের প্রসার ঘটেছে। কখনো কখনো অপরাধ জগতের কালোছায়া ঘনিয়ে আসে, মানুষে-মানুষে সংঘাতও প্রবল হয়। কিন্তু সেখানকারশিল্পীরা তার বিদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হন। চলচিচত্র এবং নাটকেরশ্রদ্ধেয় শিল্পীরা পথে নেমে আসেন শিল্পের অস্ত্র হাতে নিয়ে। এভাবে গণনাট্যসংঘের কার্যবিধি এবং পথনাটক প্রযে াজনা ইত্যাদি গুত্ব পায়।মুম্বাই-এর ছোট বড় অধিকাংশ শিল্পী পথনাটকের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।সফদর হাশমীর মহান আত্মত্যাগ স্মরণে মুম্বাইতে বিশালভাবে পথনাটকেরআয়োজন করা হয়। একজুট, জাগর, লোককথা, জনবাদী লেখক সংঘ, লোকমঞ্চ,জুলুশ, স্নীন ইউনিট, নবনির্মাণ সাংস্কৃতিক মঞ্চ, ব্লিৎস ন্যাশনাল ফোরাম,সিটু, এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই, আই.পি.টি.এ প্রমুখ সংস্থানিয়মিত পথনাটক করে। মুম্বাই-এর Experimental Theatre Foundation পথন াটকঅভিনয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন। মঞ্জুল ভরদ্বাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা। এইসংস্থা সাম্প্রদায়িকতা, পণপ্রথা, নতুন জনবিরোধী অর্থনীতি, মদ্যপান, এডস, দুর্নীতি ইত্যাদিবিভিন্ন বিষয় নিয়ে জোরালো নাটক করেছে। এদের বিখ্যাত নাটক 'দূর সে কিসি নে আওয়াজ দি' ১৯৯২ -এর সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও শহর কাঁপানো বোমা বিস্ফোরণের পটভূমিকায় লেখা মানবতাবাদী নাটক। শহরের বিভিন্নস্থানে বিশেষত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় এটি প্রবল আলোড়নসৃষ্টি করে ও সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে সমাদরে গৃহীত হয়।

ওড়িয়ায়সুপ্রাচীন লোকনাটকের ধারায় পথনাটকের কখনো প্রবর্তনাঘটেছিল। আধুনিক কালে নাট্য চেতনা গোষ্ঠী ও অন্যরা 'টাঙ্গিয়াছাপ' ইত্যাদি পথনাটক প্রযোজনা করেছে। অন্যান্য আরওনাট্যসংস্থাও এই প্রয়াসে রত। অনন্য ন াট্যব্যক্তিত্ব অকাল প্রয়াতসফদর হাশমী ওড়িয়া নাটককেও অনুপ্রাণিত করেন। ১২ এপ্রিল হাশমীরজন্মদিন সারা ভ ারতবর্ষের সঙ্গে ওড়িশাতেও উদযাপিত হয় বিভিন্ন বছরে।কটক সিটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি অব ইউনিয়নস এন্ডএ্যাসো সিয়েশন ১৯৮৯ তেপথনাটক দিবস পালন করে। সেমিনারে অংশ নেন শচী রাউত রায়,প্রভাতনলিনী দাস, কার্তিকচন্দ্র রথ, অলকা রায় ও গোবিন্দ পান্ডা।তারপর যুব ফেডারেশন ও মহিলা সমিতির কর্মীরা করে 'হল্লাবোল'।বারহামপুর গণসংস্কৃতি প্রচার মঞ্চ ১২ এপ্রিল দিনটি পালন করে।চাস গোষ্ঠী করে 'রাজা কা বাজা'। জল্মেরে শহীদ শিবসাধুগ্রন্থাগ ারের উদ্যোগেও পথনাটক দিবস উদযাপিত হয়।

নাট্য চেতনার 'টাঙ্গিয়া ছাপ' (টাঙ্গি মার্কা) নাটকটি ওড়িশারট্রাইবাল কালাহান্ডি এলাকায় খরাকেঅবলম্বন করে রচিত হয়েছে সেখানে একটি উপজাতীয় ছেলে ও, মেয়েরপ্রণয় কথাও বিশেষ গুত্ব পেয়েছে। সুবোধ পটনায়কের নেতৃত্ব াধীননাট্যবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ট্রাইবাল জীবন রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত হয়েছে,খরার রূপও জেনেছে, সেখানকার সঙ্গীত ইত্যাদি প্রয়োগ করেছে এবং থার্ড থিয়েটার রীতিতে বা শরীরী ত্রিয়ায় অরণ্য, বাড়ি, দেয়াল, জীবজন্তুইত্যাদিকে পরিস্ফুট

করেছে।

পঞ্জাবেপ্রতিবাদী নাটকের ঐতিহ্য আছে যা পথনাটকে নতুন রূপ পেয়েছে।পঞ্জাবী পথনাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা গুশরণ সিং মার্কসবাদ বিশ্বাস করেনএবং অর্জন করতে চান মানুষের অধিকার। তিনি চিরদিন অন্যায় অত্যাচারেরবিদ্ধে লড়াই করেছেন, কেন্দ্র কিংবা রাজ্যসরকার কার ভ্রূকুটিকে তিনি ভয়পাননি। তিনি চাকরী ছেড়েছেন, জেল খেটেছেন কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে আপোষকরেন নি। তাঁর নাটক এই প্রখর প্রতিবাদী চেতনা রূপপেয়েছে। পথে প্রান্তরে, মঞ্চে বিশেষত খোলা জায়গায় তাঁরনাটকগুলি অসংখ্যবার অভিনীত হয়েছে সারা দেশেই। গুশরণ সিং নিজে এসবনাটক অভিনয় করেছেন বারবার। তাঁর বিশিষ্ট নাটক হ'ল 'ধমকনগরে দী', 'গল রোটী দি অতে কিসসা কুরসী কা' 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' 'সাধারণ লোগ' 'কারফিউ'ইত্যাদি। পাঞ্জাব তথা ভারতীয় পথনাটকের ইতিহাসে গুশরণ সিং-এর নামশ্রদ্ধার সঙ্গে উচচারণ করতে হবে।

গুচরণসিং চানি পাঞ্জাবী ও হিন্দী পথনাটক ও প্রতিবাদী নাটকের ক্ষেত্রেবিশিষ্ট নাম। তাঁদের সংস্থা Drama Repertory Company of Centrefor Education and Voluntary Action ৯৩-এ একটি নাটক করে'আঁখ কী দেহলীজ' (চোখের সামনে) যে পথনাটক পাঞ্জাবীআধুনিক কবিদের কবিতা ব্যবহার করেছে সার্থকভাবে সমাজের রূপ ফোটাতে।

কন্নড়ভাষায় পথনাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। রাজনীতি সমাজনীতিজীবনকথা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় কর্ণাটাক পথনাটকে অভিনীত ও উপস্থাপিত হয়। বাঙ্গালোর-এরবিখ্যাত নাট্যসংস্থা সমুদয় পথনাটকে বিরল মর্যাদা অর্জন করেছে। সারা দেশেসমুদয়-এর অজস্র শাখা আছে যে সব স্থানে অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গেপথনাটক রূপায়িত। আবার মনে পড়ে হাশমীর কথা যার নাটক এই দক্ষিণপ্রান্তেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। সমুদয়-এর তিরিশটিরও বেশিশাখা দেশের পথে পথে কত নাটক করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সমসা রঙ্গমন্দির-এরঅজস্র শিল্পী নাটক করেছে। কে জি এফ ইউনিটের নাটক'পাটকিয়াবানু' খ্যাতি পায়। রাইচুর ইউনিটের 'চোরবনে কোতওয়াল' বিশিষ্ট প্রযোজনা। হরপমবলি শাখা করে'হাশমী হামারা'। সমুদয়ের 'হল্লাবোল' বেশ ভালো। হরিহরইউনিট-এর 'নাভু সায়ুয়ুদিল্লা' (আমরা মৃত্যুঞ্জয়)খ্যাতি পায়। 'ওনডু বিদিয়া কাথে' (রাস্তারগল্প) করে হুবলী ধারওয়ার শাখা। কুদপুর ইউনিটের'হেগগাডাদেভানা কোটে' (জমিদারের দুর্গ) স্মরণীয়পথনাটক। বিদারি ইউনিট করে 'তামাশে', বেলারি ইউনিট করে'জানাতে' (জনগণ), আলিখার ইউনিট করে'হত্যারে', কুশত্যাগী ইউনিট করে 'ওডানডি'(হাশমীর 'কমরেড' নাটক)। 'ধারে হাট্টিউরিধারে' (যদি মাটি পোড়ে) করে দাসারাহাল্লি ইউনিট,'কাত্তালা রাজ্য' (অন্ধকার রাজ্য) করে হসপেট ইউনিট,'কোলেয়া সুত্তামুত্তা', (হত্যার আশেপাশে, হাশমী হত্যা সম্পর্কিত নাটক) করে মহীশূর ইউনিট,'জানাতে' নাটকটি প্রযোজনা করে দাভানগেরে ইউনিট। সমুদয় এক প্রতিবাদী নাট্যসংস্থাযারা বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আরও অনেক নাটক করেছে। বিহারের বেলচীনামক স্থানের হরিজন হত্যার ভয়াবহ ও বর্বর ঘটনাকে অবলম্বন করে সমুদয়করে মর্মস্পর্শী নাটক 'বেলচী'।

১৯৯৫এ পদ্মনাভনগর-এর বণিতা সমাজের 'সারায়ি অঙ্গাডি বেডা?'(আমাদের মদেরদোকান কেন?) মদ্যপানবিরোধী বক্তব্য জোরালো ভাবে তুলে ধরে। মহিলা জাগ্রতি আন্দোলনের অংশরূপেপথনাটিকা হিসেবে উপস্থাপিত হয় গীতা রামানুজম-এর নাটকটি। ২০মিনিটের নাটকে ১০জন মহিলা অংশ নেয়া। চিক্কি নামে এক অসহায় গৃহবধু তারস্বামীর মদখাওয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তারসঙ্গীরা একটা পরিকল্পনা করে যে মদের দোকান তারা ভেঙে দেবে। যে সবমেয়েরা তাদের প্রিয়জনদের মদ্যাসক্তি নীরবে সয়েছে তারাও এগিয়ে আসে।সংঘাত শু হয় এবং মদমালিকরা তাদের দোকানগুলো ভেঙে ফেলতে বাধ্য হয়।বটগাছের তলায় ছিল অভিনয় স্থল, দর্শকরা ছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষবিশেষত মহিলারা যারা নাটক দেবে উদ্বুদ্ধ হন এবং চিক্কি-র ভূমিকাভিনেত্রীগীতা রাও তাঁর অভিনয় দক্ষতায় তাদের মুগ্ধ করেন।

Child Relief and You (CRY) সংস্থার উদ্যোগেএকলব্য করে পথনাটক 'নমাগু হক্কুগলিভে' (আমাদের অধিকারআছে) যেটি শিশু শ্রমিকদের সমস্যার ওপর আধারিত। বাঙ্গালোরের বিকাশকটন স্কুলের ছাত্রীরা পথনাটকরূপে উপস্থাপিত করে শিশু কন্যাদেরদুরবস্থা নিয়ে নাটক 'গৌরী কি কহানী' (১৯৯৬)। ছোট বালিকাদের ওপর বিভিন্ন অত্যাচার, কন্যাভ্রূণহত্যা, তাদের দুরবস্থাইত্যাদি বিষয়ের ওপর লেখা নাটকটি বিশেষ প্রশংসা পায়। অনেকজায়গায় এর অভিনয়

হয়। মৃণালিনী গীতা দীপ্তি প্রমুখ এতে অংশ নেয়।

বাঙ্গালোরেরএন জি ও প্রতিষ্ঠান মাধ্যম পথনাটকে দক্ষ। বাঙ্গালোর মায়াবাজারেবস্তির ছেলেমেয়েদের নিয়ে পথন াটক করেছে। পথশিশুদের সমস্যা নিয়েতাদের নাটক বিশেষ প্রশংসিত হয়। স্থানীয় অভিনেতা অশোক কুমারএদের সংগঠিত করেছেন ও নাটকের মাধ্যমে তাদের জীবনকে নতুন করে গড়েতুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বাঙ্গালোরেরবাণিজ্য এলাকায় ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ কিছু লোকের চিৎকার শোনাগেল--- 'এছারা এছারা' (সাবধ ান, সাবধান), সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেলড্রাম ইত্যাদির শব্দ। এন জি ও সমূহর ব্যবস্থাপনার সংরক্ষ-র উদ্যোগেচিত্র সংস্থা এভাবেই শু করে এডস বিরোধী পথনাটক যা দর্শকদের ওপরগভীর প্রভাব ফেলে। এটা হয় ১৯৯৬- এ। সগর অঞ্চলের ন াট্যসংস্থাউদয় কলাবিদা ৫০ বছর ধরে নাটক করে আসছে। তারা সম্প্রতি দুটি পথনাটক মঞ্চস্থ করে--'হেম্মু' (সফদর হ াশমীর আওরৎ নাটকের ১৯৯৮ কন্নড়রূপান্তর) ও 'কেলরাপ্পো কেলরি'। প্রথম নাটকটিঅনুবাদ করেছেন সুনন্দ ও দ্বিতীয়টি লিখেছেন ড. বিজয়া। সমাজে নারীদের দুঃখবেদনাযন্ত্রণা দুরবস্থার চিত্রনে সাফল্য দেখিয়েছেন মহিলারা সি. টি.ব্রহ্মচারেরপরিচালনায়, শিল্পীরা হলেন শৈলজা পুষ্প রাঘবেন্দ্র এবং দিব্যা। দ্বিতীয় নাটকটির পরিচালক হলেননররজ রায়কর যে নাটক দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীকে অঙ্কনকরা হয়েছে।

কন্নড়তেসর্বাধিক অভিনীত পথনাটক 'নম্ম টাট ঈগালু মন্মথ'(আমার দাদু ছিল বিরাট সাহসী লোক)। প্রযোজক সংস্থা রাগকলাবিদা বাঙ্গালোর, নির্দেশক ও অভিনেতা হলেন এ এস রামকৃষ্ণ।সর্বাপেক্ষা ছোটনাটক (৩ মিনিটের) 'সমপথিনাসোগু' (প্রচুর সম্পত্তি), এরও পরিচালক এ এসরামকৃষ্ণ। কন্নড় পথনাটকের মহিমার জন্য দায়ী এ এস মূর্তি, প্রসন্ন,সি জি কৃষ্ণস্বামী, চন্দ্রশেখর পাটিল, বিজয়া, জি এস শিবদ্রাপ্পা প্রমুখশ্রদ্ধেয় নাট্যব্যক্তিত্ব।

প্রগতিশীলনাট্যচর্চায় ব্রতী কেরালায় পথনাটক বহু পরিমাণে রচিত ওপ্রযোজিত হয়েছে। পাঁচ দশকের প্রয়াসে অ াধুনিক পথনাটক সমৃদ্ধ।সাতের দশকে প্রখর রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে অনেক ছোট নাটকপ্রযোজনা করেছে জন সংস্কারিকা বেদী যেগুলো মানুষকে জাগাতেচেয়েছিল। সফদর হাশমী কেরালার নাট্যশিল্পীদের প্রভাবিত করেছেনএবং তার নাটক বেশ কিছু অভিনীত হয়েছে। ভাসুরেন্দ্র বাবু-র লেখা 'ঈ তেভুইনতিয়ানন' (পথের নাম ভারতবর্ষ) হাশমীর বর্বরহত্যাক ান্ডের ওপর আধারিত। কেরালা পুরোগমন কলা সাহিত্য সঙ্গমপথনাটকচর্চায় ব্রতী। হাশমীর বক্তব্য নিয়ে ও রাজনীতি অবলম্বন করে মলয়ালমভাষায় অজস্র পথনাটক হয়েছে।

তামিলেনাটকের মহান ঐতিহ্য আছে। সেখানকার লোক নাটক অনেক ক্ষেত্রেইপথনাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং রাজনৈতিক নাটক প্রচারধর্মীপথনাটককে মনে করায়। পথ নাটক স্বতন্ত্র ভাবেও গড়ে উঠেছে। চেন্নাইকলাই কুঝু প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ তে যাকে অগ্রণী ভূমিকা দানকরেছে পথনাটকের অগ্রণীস্রষ্টা প্রলয়ন। এদের বিশিষ্ট নাটকহ'ল 'মানগর'। 'ম ানগর' শব্দের অর্থ মেট্রোসিটি বামহানগর, অথবা এটা একটা মেয়ের নাম যার মানে ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ। এটাহারিয়ে য াওয়া ছোট মেয়ের গল্প। তার মা মেয়ের খোঁজ মাদরাজ শহরেরপথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে -- বস্তিতে বাজারে বা পথে ঘ াটে কিন্তু লোকেরাজল ও অন্যান্য সংকটে বিপর্যস্ত, মা-মেয়ের কথা ভাবার তাদের সময় ওইচ্ছে নেই। পুলিশ প্রশাসনও নির্বিকার। অপর নাটক হ'ল 'জেমসফান্ড'। এটা বলা হয় বাচচাদের সামনে যারা রাজা-রাণীর গল্প শুনেক্লান্ত। তারা অবশ্য বন্ডের কথা শুনেছে। কিন্তু তাদের বলা হ'ল জেমসফান্ডের কথা যা সাহায্য কিন্তু দান নয় যা ফেরৎ দিতে হবে। ডল ার মার্কা আঙ্কল স্যাম মার্কা টুপিকরে আমেরিকার পতাকার পোশাকে মুড়ে একজন আসে ভয়ঙ্কর হাসে।ফান্ড খাকি কুর্তা আর টুপি পরা একজনের সঙ্গেনাচে, তাকে প্রতি পদক্ষেপে প্রভাবিত করে এবং লোকটিরপ্রতিটি প্রশ্ন ('শিক্ষার কি হবে?''মেয়েদের কি হবে?') উত্তর দেয় কি করতে হবে।প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে পাশ্চাত্য গান লোকসুর, জটিল ধ্রুপদতান বা জনপ্রিয় ফিল্মের সুর বাজে। ফান্ড শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ নামক বিস্ময়কে গ্রাস করে নেয়।'ফার্টিলাইজার' নাটকে অ াজকের কৃষিজীবীদের দুরবস্থারকথা বলা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে কেমন করে তারা আন্তর্জাতিক Multinational Company-র দাস হয়ে যায়।

তামিলনাড়ুপ্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সাংস্কৃতিক সম্মেলনেমাদুরাই-এর কাছের উসিল্লুমপট্টি গ্রামের সমম গোষ্ঠীর পথনাটক হয়।প্রলয়ণ-এর সাহায্যে এরা করে নাটক 'কোল্লিভাই'(চিতার আগুন) যা কন্যাভ্রূণহত্যার সংকটের কথা বলে। একমুমূর্ষু ব্যক্তি উপলব্ধি করে কি মূর্খতায় ও প্ররোচনায় সে তারশিশুকন্যাকে জন্মের সময়েই মারতে

গিয়েছিল, এখন তার ছেলে নয় সেই মেয়েই তার বৃদ্ধাবস্থায় তাকে দেখছে তার পাশে থাকছে। ছ'জন অভিনেতাও ছ'জন অভিনেত্রী নাটকটি করে লৌকিক তামিল ভাষায় ও নাটকদর্শকদের মনকে গভীরভাবে ছুঁয়ে যায়।

১৯৯৪এরসেপ্টেম্বরে Madras Christian College ক্যামপাসে 'চক্রব্যূহ' নামে একটি ছোটপথনাটক উপস্থা পিত হয় যাতে পুষ-নারীর সম্পর্কের কথা সংকটেরকথাএবং মেয়েদের সমস্যার কথা বলা হয়েছে। নাটকটিলিখেছেন অমীতা মোল্লা ওয়ালতল এবং অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন এম সি সি, স্টেলামারিস এবং উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজের ছাত্রীর া। নাটকের ভাষা হিন্দী তামিল ওইংরেজি।

তণনাট্যকর্মীদের দল রঙ্গকর্মী পথনাটকে দক্ষ। তাদের 'কচরাকুন্ডি' (ডাস্টবিন) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর লেখা ভালোনাটক। নাটক সাম্প্রদায়িক মিলনের কথা বলে এবং শিক্ষা দেয় -- 'জাগো,ঠিক জিনিসটা জানো। ফাঁদে পা দিওনা ও অপরকে সাহায্য করো যেন ফাঁদে নাপড়ে '।

তামিলনাড়ুপ্রগ্রেসিভ রাইটার্স এসোসিয়েশন মাদরাজ শাখা প্রতিষ্ঠিতচেন্নাই কলাই কুঝু তামিলনাড়ুর জনসংস্কৃতি মূলক কার্যবিধির সঙ্গে আটেরদশক থেকেই জড়িত। তারা শু করেছিল 'নঙ্গল ভাগিরম' (আবারআমরা এসেছি) দিয়ে য াতে নারীদের ওপর পুলিশী অত্যাচারের কথা বলাহয়েছে সেটি ১৯৮৪ তে নাট্যোৎসবে অভিনীত হয়। 'ভোপাল' ন াটকভোপাল গ্রামদুর্ঘটনার পরবর্তী ভয়ঙ্করতার কথা বলা হয়েছে। জনম-এর'আওরত' এর তামিল রূপান্তর 'পেন'(মেয়ে) অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রযোজনা। এদের অন্যান্যনাটক 'মুট্টুপুল্লি' (ফুলস্টপ), 'একলয়িবনিনপেভিরল' (একলব্যর বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি), 'নরকলি'(চেয়ার), 'সতী', 'গরবথিল কুরল' (গর্ভবা ভ্রূণের আর্তনাদ) ইত্যাদি। জনম-এর 'হল্লাবোল'-এর তামিল রূপ ান্তর'উরাক্কা পেসু' অজস্রবার অভিনীত হয়েছে।

তেলুগুপথনাটকের ক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রজা নাট্য মন্ডলীর নাম বিশেষ উল্লেখেরদাবী রাখে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিক ও অনুমোদিত হয়ে ১৯৪৩ সালেপ্রজা নাট্য মন্ডলী স্থাপিত হয়। বর্তমানে এর শাখার সংখ্যা ৭০০-র বেশিযারা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। অসংখ্য পথ নাটক করেছে এই সংস্থা যাতেরাজনীতির বিষয় আছে; নারী ও শিশুদের সমস্যা এদের নাটকে বিশেষভাবেই দেখা যায়।

পসুপুলেটিপূর্ণচন্দ্র রাও তেলুগু পথ নাটকে বিশিষ্ট নাম। তিনি International Association of Theatrefor the Oppressed --যা প্যারিস -এ অবস্থিত -- সংস্থার সদস্য, গবেষক, অউগস্ত বোল ওবাদল সরকারের অনুগামী এবং নির্যাতিতদের নিয়ে নাটক রচনা ও পরিচালনায়দক্ষ। Ethnic Arts Centre সারা দেশে নাটক করে এবং পূর্ণচন্দ্র র াওতাদের প্রধান প্রেরণা। শ্রীরাও নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মধ্যেযান, যেখানে থাকেন, তাদের সমস্যা উপলব্ধি করেন, এই সব বিষয় নিয়ে নাটকলেখেন এবং সেই মানুষদের দিয়েই নাটক করান। প্রায় পঞ্চাশটাপ্রযোজনা এভাবেই তিনি নির্ম াণ করেছেন। তার 'মাম্মালনুব্রাতাকনি ভন্ডী' (আমাদের বাঁচতে দাও) তাঁতশিল্পীদেরদুঃসহ জীবনযাত্রার ওপর আধারিত। নাটকে প্রথমে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী(সূত্রধার রূপে) যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁতশিল্পীদেরআন্দোলনকে বিশেষভ াবে অনুপ্রাণিত করেন। আজকের তাঁতীরা বড় বড়মালিকদের চাপে অসহায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং নিজেদের ব্যবসা ছেড়েদিয়ে লটারীখেলা মদ্যপান ও অন্যান্য অন্যায়ের দিকে যাচ্ছে এবং চরমদুরবস্থায় পড়ছে। সমবেত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে এই তাতশিল্পীরা শেষপর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে ও বাঁচবার অধিকার অর্জন করতেচায়। এটা নয়ের দশকের নাটক। Ethnic Arts Centre ১৯৮৯ তে চিত্তুর-এরতাইয়ুর গ্রামের হরিজনদের জমিদার কর্তৃক উৎখাত হওয়ার সমস্যা-সংকটের ওপর নাটক করে। হায়দ্রাবাদশহরের রিক্সাচালকদের সরকারের কাছ থেকে জমির পাট্টা পাওয়ার বিষয়টিনিয়ে EACকরে পথনাটক। 'পীপিলিকাম' পথ নাটকে আছে শিশু শ্রমিকদেরসংঘবদ্ধ করে তাদের শিক্ষা দেবার বিষয়। দুস্থ শিশু শ্রমিকদের নিয়েপ্রখর নাটক 'ভূমি তল্লি বিড্ডলমু' (ধরিত্রী মাতারসন্তানেরা) বিধান সভাতেও প্রবল আলোড়ন ফেলে। পূর্ণচন্দ্রঅন্যান্য নাটক 'মান্নেম নো' (মান্নেম নামক জায়গায়, যাতেজমিহারা ট্রাইবালদের জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে)'মানুভূ-মানুষী' (মনু থেকে মানুষ) ইত্যাদি।

সাতেরদশকে RevolutionaryWriters Asscn এরদল নভোদয় করে 'কভু কথা' (দুর্ভিক্ষের কাহিনী),'ভূমি কে াসম' (ভূমির জন্য) ইত্যাদি। অণোদয় বিপ্লবীসংস্থা করেছে অনেক নাটক। অসগর ওয়াজহতের 'সবসে সস্তাগোস্ত' (তেলুগু রূপান্তর-- অতি চৌকা(সস্তা) মাংসম, অনুবাদ নিখিল্লের) নববইতে অভিনীত হয় ।গুশরণ সিং-এর নাটক অবলম্

বনে 'কারফিউ কারফিউকারফিউ' অণোদয়ের স্মরণীয় পথ নাটক। রামা রাও, উদয় এবংদিবি কুমার এই তিনজনের লেখা 'আপ্পুলা ভারতম' (ঋণগ্রস্তভারত) অণোদয়ের আর এক উল্লেখ্য প্রযোজনা। জন চৈতন্য যুব সঙ্গমপ্রতিষ্ঠা করেন একজন ক্য াথলিক পুরোহিতFather Felix Roche ১৯৯০-এরএপ্রিলে মানবতার আদর্শ নিয়ে সমাজকে যথাযথ গঠনের জন্য একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান রূপে যারা পথনাটকের মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তনেরকার্যবলী সাধন করবে। পথনাটকের সঙ্গে আছে লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত বুররাকথাইত্যাদি যারা সামগ্রিক ভাবে একটা শিল্পরূপ নির্মাণ করে। পণপ্রথাসমাজের এক নির্মম ব্যাধি যাতে সুন্দর সুকুমার মেয়ের জীবন ধবংস করে দেয়যাতে মেয়ের শকুনের মতোশ্বশুর ও সেবাড়ির লোকজন এবং বর্বর স্বামীর কদর্য ভূমিকা থাকে। এই বিষয় নিয়ে জনচৈতন্য যুব সঙ্গম নাটক করেছে 'কটনালা সনতালো অনুমনাপু মে াগুডু' (পণেরবাজারে স্বামীর ভূমিকা সন্দেহজনক)। নাটক লিখেছেন সঙ্গমের বিভিন্ননাটকের রচিয়তা ওয়াই এ জে রত্নতেজা যিনি স্বামীর ভূমিকায় অভিনয়করেন। মদ্যপান, কুসংস্কার, বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতা, জাতীয় সংহতিইত্যাদি বিষয় নিয়েও এরা নাটক করেছেন। ডিরেক্টর Roche এর প্রয়াসে ওশিল্পীদের আন্তরিকতায় এদের পথনাটক বিশেষ সার্থকতা পায়।

ভারতেনতুন সহস্রাব্দে পথনাটক নিয়মিত পরিবেশিত হচ্ছে। সফদর হাশমীর শহীদত্ববরণ উপলক্ষে জানুয়ারীর প্রথমেই প্রেরণার উদ্যোগেপাটনার সফদর রঙ্গভূমি গান্ধী ময়দানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তিনটিপথনাটক প্রদর্শিত হয়। প্রেরণার কলাকাররা করেন হাশমীর লেখানাটক 'মেশিন'। প্রেরণার বালকশিল্পীরা সঞ্জয় কুমার সিংহ-রনির্দেশনায় করে 'কুত্তে'। রঙ্গশ্রীর শিল্পীরা প্রদর্শন করেন'কুম্ভকরণ'। তাদের প্রতিবাদী বক্তব্য ও শৈল্পিকউপস্থাপনায় তিনটি নাটকই মানুষের কাছে সমাদরে গৃহীত হয় ।অনুষ্ঠানে শিল্পীদের মুখে বজ্রকণ্ঠে উচচারিত হয়-- এক সফদর কোমারোগে তো হজার পয়দা হে াঙ্গে।

প্রেরণা(জনবাদী সাংস্কৃতিক মোর্চা) আযোজিত ফ্যাসীবাদ বিরোধী নুক্কড়নাটক সমারোহ উপলক্ষে ২০০১এর মে ম াসে পাটনায় প্রেরণা বালমন্ডলীমঞ্চস্থ করে শ্রীকান্ত লিখিত নাটক 'কুত্তে'। লুট হত্যাধর্ষণ ইত্যাদি যখন সমাজকে বিপর্যস্ত করছে তখন মন্ত্রীকন্যার কুকুরের নিদ্দেশহওয়া নিয়ে পুলিশরা বিপর্যস্ত, ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এডসএক ভয়াবহ রোগ যা মানুষকে, সমাজকে চরম সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য এডস রোগীদের সরিয়ে দেবার বা লাঞ্ছিত করার বিষয়টিও আমানবিক।এডস রোগ তার কারণ তা রোখার উপায়, এডস রোগীকে সা রিয়ে তোলাইত্যাদি বিষয় নিয়ে কানপুরে ২০০১-এর জুনে ইস্ট কানপুর রোটারীক্লাবের উদ্যোগে সামাজিক এবং স াংস্কৃতিক মঞ্চের সহযোগে ত্রাইস্ট চার্চডিগ্রী কলেজের গেটে অনুষ্ঠিত হয় পথনাটক 'অধুরী জিন্দগী'(অর্ধেক বা অসমাপ্ত জীবন)। এডস রোগী সন্দেহে এক ট্রাক ড্রাইভারযুবকের ওপর সবাই অত্যাচার করে মারধর করে, তাকে কেউ ছোঁয় নাত াকে খেতে দেয় না, স্ত্রীও তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছে কারণ সেবাড়ির কাউকে ছুঁলে তারাও ওই রোগে আক্রান্ত হবে। তিনদিন সেইযুবকের খাওয়া হয়নি। মাস্টার রামশংকর তাকে খাওয়ায় ও নিজেও খায়। সেসবাইকে বোঝায় এডস ছোঁয়াচে রোগ নয়। এডস আক্রান্তজনের সঙ্গেশারীরিক সম্পর্ক, শরীরে দূষিত রক্ত প্রবেশ করান, রোগাক্রান্তব্যক্তির সিরিঞ্জ অস্ত্র ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহার ইত্যাদিতে এডস হয়। অনুষ্ঠানেরসংযোজক ছিলেন অগ্নিনী দীক্ষিত, নাট্যনির্দেশক হলেনশিবু খান, নাটকের লেখক হলেন কুমারী প্রতিভা শ্রীবাস্তব এবংশিল্পীরা হলেন রবীন্দ্র সূদন, তুলিকা শ্রীবাস্তব, আশীষ অস্থানা, মনোজকুমার অভিষেক সূদন ও অমিতাভ। শিক্ষামূলক এই নাটক যথার্থ সৃষ্টিহয়ে উঠেছে।

জুন২০০১ কানপুরে কলাকার সঞ্জীব দ্বারা অভিনীত নাটক 'উর্দীবালাকুত্তা' পুলিশের ওপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গত্মক অ াক্রমণ করে। নাটকে অপরশিল্পী সুমিত কুকুরের ভূমিকায় অভিনয় করে যার গলায় বাধা শেকলধরে আছে সঞ্জীবা। পুলিশের টুপি ও উর্দী পরা শিল্পী জিভ বার করেথাকে ও সকলের দিকে তাড়া করে ও ডাকে, কিন্তু ঝঞ্জীবা একটা লা ঠিতেপাঁচশ টাকার নোট লাগিয়ে ওকে দেখায়, তখন কুকুর ল্যাজ নাড়তে থাকে।এই নাটক সেখানকার পুলিশ আটকাতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি। সঞ্জীবারবক্তব্য পুলিশ ইচ্ছে করলেই যে কোনও অপরাধ সহজেই দমন করতে পারে, কিন্তুতা ত ারা করে না। এই জন্য এত অরাজক, এত বিশৃঙ্খলা।

পশ্চিমবাংলায় পথ নাটকের এক বিশাল ঐতিহ্য আছে। প্রগতিশীল আন্দোলনেরপীঠস্থান পশ্চিমবাংলায় অজস্র তীক্ষ্ণ ও প্রখর পথ নাটক রচিতহয়েছে। পানু পাল, উৎপল দত্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য এবং গণনাট্যের বিপ্লবীপ্রতিভাবান

শিল্পীরা সার্থক পথ নাটক লিখেছেন যেগুলি অভিনীতহয়েছে। এই সব নাটক প্রকৃতই সংগ্রামের শাণিত অস্ত্র হয়ে উঠেছে।সম্প্রতি কালেও পথ নাটক রচিত হচ্ছে।

২০০২সাল ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসে এক নিষ্ঠুর কলঙ্কজনক অধ্যায়।শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পুষ অহিংসাবাদের মহত্তম প্রবক্তা গান্ধীজীর দেশে যেবর্বর হত্যাকান্ড সাধিত হয়েছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সব কিছু আচ্ছন্ন করেদিয়েছে, সংখ্যালঘুদের ওপর চলছে অমানুষিক পীড়ন তাতে ভারতবাসীরসমুন্নত মাথা লজ্জায় অপমানে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। এই বর্বরতার বিদ্ধে এইসব নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের বিদ্ধে কলকাতার ভিন্ন ভাষাভাষীনাট্যকর্মীরা প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন এবং নাটক বিশেষত পথ নাটকেরমধ্য দিয়ে তাদের ক্রোধ ক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণাকে তীব্রভাবে প্রকাশকরেছেন। বাংলা অসমীয়া গুজরাতী হিন্দী কন্নড় ওড়িয়া পঞ্জাবী উর্দু ইত্যাদিবিভিন্ন ভাষায় পথনাটক ও পাঠনাটক রচিত হয়েছে এবং উপস্থাপিতওহয়েছে কয়েকটি। গুজরাতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে অসাধরণ মঞ্চ নাটকলেখা হয়েছে 'মেফিস্টো' এবং তা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গেউপস্থাপিত হয়েছে। ডঃ কুন্তল মুখোপাধ্যায় রচিত ওপরিচালিত সংলাপ কলকাতার ন াটক 'হায় রাম' অত্যন্তউল্লেখ্য নাটক। গুজরাতের ঘটনাবলী নিয়ে পথ নাটক লিখেছেন অমল রায় এবংশারদীয় অভিনয় পত্রিকা (১৪০৯) এই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। শুভেন্দুপালিত লিখেছেন পথ নাটক 'মানুষ' যাতে দেখানো হয়েছে মুসলম ানগুন্ডারা একটা বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দিলে বাবা ও মেয়ে সর্বস্বহারিয়ে গাঁয়ে যাবার পথে এক স্টেশনে আসে ও তাদের রক্ষা করেএকটি যুবক---- সে মুসলমান। দিলীপ কুমার মিত্র গুজরাতের ভয়াল ঘটনারওপর ভিত্তি করে লিখেছেন কটি পথ ও শ্রুতি নাটক। গুজরাতের বিভিন্নআশ্রয় শিবিরে অত্যাচারিত নারীদের বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক অভিজ্ঞতারওপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে 'আর কান্না নয়'। যারা মানুষ খুনকরে তারা হিন্দু নয় মুসলমান নয় তারা গুণ্ডা; আর যারা ম ানুষকেরক্ষা করে তারাই প্রকৃত মানুষ; এই ভাবনার ওপর ভিত্তিকরে লেখা হয়েছে 'মানুষ নামে মানুষ'। গুজরাতের সা ম্প্রতিকভয়াবহ দাঙ্গা এবং শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদতে সংখ্যালঘুদের ওপরগুণ্ডাবাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার নিয়ে স াওয়াল জবাবের মধ্য দিয়েগড়ে উঠেছে নাটক 'মানুষের গান গাই'। এই পথনাটকটি বিভিন্নস্থানে পঠিত ও উপস্থাপিত হয়েছে। অভিনয় পত্রিকায় এটি মুদ্রিতহয়েছে। গুজরাতের পটভূমিকায় চন্দন সেন লিখেছেন উচচমানের পথ নাটকযেটি স্ বপন দাস সম্পাদিত 'থিয়েটার প্রয়াগ' (১৪০৯)পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কলকাতাতেসমাজ সচেতন সংবেদনশীল মানবতাবাদী শিল্পীস্রষ্টারা বিভিন্ন ভাষাতেসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নাটক লিখছেন।নন্দিতা ভট্টাচার্য গুজরাতে মুসলমান নারীদের ওপর অত্যাচারের ভয়াবহচিত্র ফুটিয়েছেন 'গুজরাতর জুঁই' পথ নাটকে। গুজরাতীতেসাম্প্রদায়িক উৎপীড়নের বিষয়টিকে ব্যঙ্গ ও তিক্ততায় প্রকাশ করেছেনদিলীপ গণাত্রা, নাটকের নাম 'নরকনি গৌরব যাত্রা' (নরকে গৌরবযাত্রা)। বাংলায় এটি অভিনয় করেছেন আলেয়া সেনগুপ্ত। শুভেন্দু পালিতের'ম ানুষ' পথনাটক হিন্দীতে অনুবাদ করা হয়েছে 'আদমী',নামে অনুবাদক বিকাশ সিংহ এবং এটি সমাদর পেয়েছে।

সাম্প্রদায়িকদাঙ্গায় বিধবস্ত এক সম্মানিত মানুষ হারিয়েছে তার স্ত্রী ও দুইকন্যাকে এবং মুসলমানরাই এই অপরাধ করেছে। সেই ব্যক্তির বুক জ্বলে যাচ্ছে এবংসে যে কোনও মুসলমান মেয়ে পেলেই তার সর্বনাশ করবে। দালাল তাকে এক মুসলমান মেয়ের ঘরে আনে; কিন্তু লোকটি দেখে যে সেইমেয়েটি তারই মেয়ের মতো এবং সে-ও হিন্দুদের দ্বারা সমভাবে উৎপীড়িতহয়েছে। তখন এরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শপথ নয়। দিলীপ মিত্ররচিত এই নাটকটির ভাব নিয়ে কন্নড় ভাষায় পথ নাটক লিখেছেন জি এসকুমারাপ্পা, নাম 'কোনে' অর্থাৎ 'শেষ'। একই ভাবনা নিয়েওড়িয়ায় পথ নাটক লিখেছেন সাফল্য কুমার নন্দী, নাটকের নাম ' আউনুহে' অর্থাৎ 'আর নয়'। একটি পড়ে থাকা মৃতদেহ হিন্দু নামুসলমানের এই নিয়ে প্রবল বিতর্ক এবং শেষ পর্যন্ত মৃতব্যক্তিরপরিচিত জন এসে বলে যে সেই দেহ হিন্দুর নয় মুসলমানেরও নয়, তা একজন সৎমানুষের। এই বিষয়কে আধারিত করে পঞ্জাবীতে অশোক আগরওয়াল লিখেছেন'খুন দা রঙ্গ'।

জহিরআনওয়ার উর্দুতে পথ নাটক লিখেছেন'উজড়ে দেয়ার মে'(একটি ভাঙা দেশে)। গুজরাতের ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখানাটকটি। একটি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছে দাঙ্গাপীড়িত মানুষ--- তাদের দুঃখবেদনা সীমাহীন। র াজনীতিবিদরা সেই ক্যাম্প দেখতে আসে, মানবাধিকার কমিশনেরবিশিষ্ট জনরাও আসেন--- তখন উন্মোচিত হয় ধর্ষণ, খুন,অগ্নিদাহের ভয়াবহ রূপটি। ত্রাণ সামগ্রী এবং অর্থের কারচুপির ঘটনাওঘটে যা এদের দুঃখকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

সংক্ষিপ্তপরিসরে সাঙ্গ হ'ল ভারতীয় পথ নাটকের পথচলার বিবরণ। বলা হ'লঅনেক কথা, না বলা রইল

অনেক বেশি। জ্বালা যন্ত্রণা দাহ, সমাজ অর্থ রাজনৈতিকচেতনা, মানবিক বোধ ও প্রত্যয়--- এই সব নিয়েই ভারতীয় পথ নাটকসম্মুখের অভিযাত্রী। কখনো সে কৌতুকে উচ্ছল, কখনো ব্যঙ্গে প্রখরকিংবা আক্রমণে নির্মম। ভাবঋদ্ধ তীক্ষ্ণ তীব্র দ্যুতিময় আঙ্গিক ভারতীয় পথনাটক এভাবেই হয়ে উঠেছে নন্দন শিল্পের এক আলোকিত ও মহত্তম জীবনবোধেরপ্রকাশ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com